এপ্রিল ১, ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মার্চ ২০১৩

সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন

হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের ওপর ও তাঁদের মন্দিরে হামলা, লুটপাট, ভাংচূর ও অগ্নিসংযোগ

সমাবেশ ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং রাজনৈতিক কার্যালয়ে পুলিশের অভিযান

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশ গ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের মার্চ মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন

রাজনৈতিক সহিংসতা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৭৫ জন নিহত এবং ৩০৫৫ জন আহত হয়েছেন। মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ২৭ টি এবং বিএনপি'র ১০ টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন ০২ জন ও আহত হয়েছেন ৩৮০ জন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৯৯ জন আহত হয়েছেন।

২. গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জামায়াতে ইসলামী'র নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে ফাঁসির আদেশ দেয়। এর প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী সহিংস বিক্ষোভ শুরু করে। এতে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি চালালে বিভিন্ন জায়গায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের বাড়িঘর ও উপসানালয় জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব বিক্ষোভকারী জনতার ওপর সাবমেশিনগানসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতি অস্ত্র ব্যবহার করে এবং নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১-৩১ মার্চ পর্যন্ত অন্তত পক্ষে ৪৭ জনকে হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ মানুষ থানা, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারী স্থাপনা ঘেরাও ও সেগুলোতে হামলা করে। এই সময় একজন পুলিশ সদস্য নিহত হন। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো তথ্যে জানা যায়, গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের অনেকেই ছিলেন সাধারণ ছাত্র-কৃষক-জনতা এবং যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

৩. একইভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে দেয়া ফাঁসির আদেশের প্রতিক্রিয়ায় ১ মার্চ নোয়াখালী জেলার সোনামুড়ি উপজেলায় জামায়াত-শিবির কর্মীরা বিক্ষোভ করে। এই সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের নেতা কর্মীদের সংঘর্ষ হলে র‍্যাবের গুলিতে কোরবান আলী নামে এক বিদ্যুৎ মিস্ত্রি নিহত হন। গত ১০ মার্চ কোরবানের বাবা লোকমান হোসেন তাঁর ছেলেকে হত্যার অভিযোগে নোয়াখালী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রাইহানুল ইসলামের আদালতে র‍্যাব-১১ এর অতিরিক্ত উপ পরিচালক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, কর্পোরাল আছনার উদ্দিন, এএসআই চন্দন কুমার চৌধুরী, হাবিলদার নুর মোহাম্মদ, নায়েক মোহাম্মদ আসার উদ্দিন, পিসি মোহাম্মদ মহসিন আলী, কর্পোরাল মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, এএসআই মোহাম্মদ কামাল

হোসেন, এএসআই মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজিকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। লোকমান হোসেন অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলে যখন মসজিদ থেকে জুম্মার নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসছিল তখন র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে সোনাইমুড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তদন্ত করে আগামী ১৫ মে'র মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য আদেশ দেন।[১]

৪. গত ২৯ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুরে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর গুলিতে মতিউর রহমান, রবিউল ইসলাম এবং ওয়ালিউল্লাহ নামে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশসহ ৫০ জন আহত হন। একই দিনে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় একজন জামায়াত কর্মীকে গ্রেপ্তার করাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি ও জামায়াত-শিবির কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এতে ইউনুস হোসেন ও ফরিদুল ইসলাম নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন।[২]

৫. *অধিকার* এই হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

৬. মার্চ মাসে সংঘঠিত ৫২টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ৪৭টি হত্যাকাণ্ডই ঘটেছে পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব এর নির্বিচার গুলিতে। এছাড়া ০৫টি ক্রসফায়ার এর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। যার মধ্যে ০২টি র‍্যাব কর্তৃক, ০৩টি পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। *অধিকার* মনে করে বিক্ষোভকারীদের সরাসরি গুলি করার নির্দেশের দায়-দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপরই বর্তায়। ভবিষ্যতে আরো প্রাণহানি এড়াতে হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অপসারন প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরী ও হত্যার দায় নিয়ে অবিলম্বে পদত্যাগ না করলে সমাজে যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তা বাড়তে থাকবে এবং এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে।

হরতাল সহিংসতা

৭. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে সারা দেশে বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামরি ডাকে ২৯ টি হরতাল হয়েছে। এর মধ্যে দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে ৯টি এবং আঞ্চলিক হরতাল হয়েছে ২০ টি।

৮. হরতাল চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েক ব্যক্তি নিহত হন। হরতালের আগের দিন ও হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকরা যানবাহন ভাঙচুর করে এবং বাস সহ বিভিন্ন যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষ অগ্নিদগ্ধ হন। অবশ্য বিরোধী দল থেকে দাবী করা হচ্ছে যে সরকার সমর্থকরাই এই সব ভাংচুর ও অগ্নিকান্ড ঘটাচ্ছে।

[১] *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ১১-১৩ মার্চ ২০১৩
[২] ইত্তেফাক, ৩০ মার্চ ২০১৩

৯. গত ১৭ মার্চ হরতালের আগের দিন রাতে ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলায় হরতাল সমর্থকদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত ট্রাক ড্রাইভার নুর মোহাম্মদ ১৮ মার্চ মারা যান।[৩]

১০. গত ১৭ মার্চ হরতালের আগের রাতে রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকার রাস্তা দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া পেট্রলবোমায় ডাক্তার ওমর ফারুক, ডাক্তার রাকিবুল আলম ও ডাক্তার রায়হান শরীফ দগ্ধ হন।[৪]

১১. গত ১৯ মার্চ হরতাল চলাকালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর পৌর শহরে আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী মিছিলে বিএনপি কর্মীরা হামলা চালালে গোপালপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ঢাকা কলেজের বাংলা অনার্সের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ইমরান হোসেন (২৪) নিহত হন।[৫]

১২. গত ২০ মার্চ সিলেট জেলায় জামায়াতে ইসলামীর ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে বিশ্বনাথ উপজেলা সদরের পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে জামায়াতের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের গুলিতে গোলাম রব্বানী (২৯) নামে একজন জামায়াত কর্মী নিহত হন।[৬]

১৩. হরতালের আগে ও হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকদের হাতে যানবাহন ভাংচুর ও বাসে আগুন লাগানোর ঘটনায় এবং হরতাল বিরোধীদের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা, পুলিশ কর্তৃক নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার ও হরতালের সময় মোবাইল কোর্ট নামিয়ে সাজা দেয়ায় *অধিকার* গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

১৪. *অধিকার* মনে করে রাষ্টীয় সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক সহিংসতা যেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, তাকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা বাড়বে এবং প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে। ইতিমধ্যে বহু জেলায় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছে এবং সমাজ যেভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, সেই বিভক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে অবিলম্বে পক্ষপাতহীন হয়ে নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ দিয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোকে বিচার না করে মানবিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার দায়দায়িত্ব পালন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন অর্থপূর্ণ সংলাপের পরিবেশ না থাকার বিষয়ে *অধিকার* উদ্বিগ্ন।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের ওপর ও তাঁদের মন্দিরে হামলা, লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ

১৫. গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে এর পরবর্তী সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়।

[৩] নিউ এজ, ২০ মার্চ ২০১৩
[৪] প্রথম আলো, ১৮ মার্চ ২০১৩
[৫] ইত্তেফাক, ২০ মার্চ ২০১৩
[৬] ইত্তেফাক, ২১ মার্চ ২০১৩

১৬. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাত ১.০০টার দিকে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বোরাদী গরঙ্গল দূর্গা মন্দিরে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করায় এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জামায়াত এবং বিএনপি'র কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে গৌরনদী থানার পুলিশ *অধিকারকে* জানিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। একই সময়ে দুর্বৃত্তরা বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলাতে গোইলা কালী মন্দিরে এবং এর আশপাশের বাড়ী-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে স্থানীয় জনসাধারন তা নিয়ন্ত্রণে আনেন। কে বা কারা আগুন দিয়েছে তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বলতে রাজি হননি। [৭]

১৭. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাত ১.০০টায় বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার বনগ্রাম ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র বসু চৌধুরীর (৫২) বসত ঘর এবং দোকান ঘরে দুর্বৃত্তরা কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নারায়ণ চন্দ্র বসুর অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ একই ইউনিয়নের বিএনপি'র সভাপতি আব্দুস সামাদ মোল্লার সঙ্গে তাঁর বিরোধ রয়েছে। বর্তমানের সহিংস রাজনৈতিক অবস্থার কারণে বিএনপির লোকজনই তাঁর বাড়ীঘরে আগুন দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন। একই সময়ে পাশ্ববর্তী বহরবুলা গ্রামের গোপাল সেনের ছেলে তাপস সেনের (৩৭) বসত ঘরে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তাঁর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাপস সেন দুর্বৃত্তদের পরিচয় বলতে রাজি হননি।[৮]

১৮. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাত ১:০০টায় বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামে ডুমুরিয়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দেয়। মন্দির কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নিরাপত্তার আশঙ্কায় দুর্বৃত্তদের নাম বলতে রাজি হননি।[৯]

১৯. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাত ১.১৫টায় নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানার ৬নং পূর্বধলা ইউনিয়নের মঙ্গলবাড়িয়া কালী মন্দিরে একদল দুর্বৃত্ত আগুন ধরিয়ে দেয়।[১০]

২০. গত ১ মার্চ ২০১৩ রাতে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উত্তর চর আবাবিল ইউনিয়নের ক্যাম্পেরহাট এলাকার গাইয়ারচর গ্রামে দুর্বৃত্তরা সেবা আশ্রম কালী মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই খবর পেয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী তাদের প্রতিরোধে এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। মন্দির কমিটির সভাপতি নিত্ত্য গোপাল মজুমদার *অধিকারকে* জানান, রাতে পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রী-শ্রী হরিপদ গুরুচাঁদ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি সেবা আশ্রম রাধাগোবিন্দ মন্দিরে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রী-শ্রী হরিপদ গুরুচাঁদ ঠাকুর মন্দির পুড়ে যায়। নিত্য গোপাল মজুমদার দুর্বৃত্তদের নাম বলতে রাজী হননি।[১১]

২১. গত ৩ মার্চ ২০১৩ রাত ১০:৩০টায় মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের গোয়ালিমান্দ্রা মনিপাড়া গ্রামের কালী মন্দিরে দুর্বৃত্তরা ৪টি মূর্তি ভাংচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। মন্দিরে আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে

[৭] *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন
[৮] বাগেরহাটের দৈনিক প্রবাহের জেলা সংবাদদাতা মোহাম্মদ আজাদের পাঠানো প্রতিবেদন
[৯] বাগেরহাটের দৈনিক প্রবাহের জেলা সংবাদদাতা মোহাম্মদ আজাদের পাঠানো প্রতিবেদন
[১০] *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন
[১১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষীপুর মানবাধিকার কর্মী মাসুদুর রহমান ভুট্টোর পাঠানো প্রতিবেদন

আনে। লৌহজং থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ জাকিউর রহমান *অধিকারকে* বলেন, কে বা কারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।[১২]

২২. গত ৫ মার্চ ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১০:৩০টায় বিএনপি'র ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে খুলনা জেলার কয়রা থানার আমাদি ইউনিয়ন বাজারের পাশে ধোপাপাড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিক কার্ত্তিক দাস, কিংকর দাস, অমিও, সোনা দাস, সুবল দাস, মুক্তি, তারা রাণী দাস ও শংকর দাসের বাড়িতে হরতাল সমর্থকরা হামলা চালিয়ে ১০টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়াও পলাশ দাস ও শ্যাম প্রসাদ সিংহের বাড়ি ভাংচুরের সময় ক্ষিরল গ্রামের লিটন (২৫) ও আবু সাইদ (২০) নামের দুইজনকে গ্রাসবাসী হাতেনাতে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কয়রা থানার অফিসার ইনচার্জ মীর খায়রুল কবির *অধিকারকে* জানান, বিএনপি-জামায়াত মিছিল সহকারে এসে এ হামলা চালায় এবং উক্ত ঘটনায় ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।[১৩]

২৩. *অধিকার* অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করেছে যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের ওপর ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলো পরিকল্পিতভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে। *অধিকার* দাবি জানাচ্ছে যে, যেসব দুর্বৃত্ত এইসব অপরাধ করেছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। *অধিকার* এই ঘটনাগুলোতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সমাবেশে হামলা এবং রাজনৈতিক কার্যালয়ে পুলিশের অভিযান

২৪. গত ৬ মার্চ বিএনপি তাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকার নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ চলাকালে ককটেল বোমা বিস্ফোরিত হলে সমাবেশে আসা বিএনপি নেতা কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় সমাবেশ লক্ষ্য করে ফকিরাপুল মোড় এবং নাইটিংগেলের মোড় থেকে পুলিশ সমর যান থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সভা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসে এবং একই সঙ্গে পুলিশ ও র‍্যাব বিএনপি নেতা কর্মীদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে থাকে। ফলে বিএনপি'র এই সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। এই সময় মঞ্চে থাকা বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব আমানউল্লাহ আমান ও মহানগর বিএনপি'র সদস্য সচিব আবদুস সালামসহ ৩১ জন গুলিবিদ্ধ হন।[১৪]

২৫. গত ১১ মার্চ ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপি'র কার্যালয়ের সামনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের সমাবেশের শেষ দিকে ককটেল বিস্ফোরনের জের ধরে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং আশে পাশের ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে সমাবেশ পণ্ড করে দেয়। বিক্ষোভ সমাবেশ পণ্ড হয়ে যাওয়ার

[১২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আরাফাতুজ্জামানের পাঠানো প্রতিবেদন
[১৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মী নুরুজ্জামানের পাঠানো প্রতিবেদন
[১৪] ইত্তেফাক ৭ মার্চ ২০১৩

ঘন্টাখানেক পর পুলিশ বিএনপি কার্যালয়ে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশ বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের প্রতিটি কক্ষে তল্লাশী চালায় এবং ভবনের দ্বিতীয় তলায় চেয়ারপার্সনের কক্ষ, তৃতীয় তলায় মহাসচিবের কক্ষ এবং সম্মেলন কক্ষ ও দপ্তর সম্পাদকের কক্ষের দরজা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেতরে ঢুকে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক, বিএনপি'র কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান সাদেক হোসেন খোকা ও আলতাফ হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, আমানউল্লাহ আমান ও মোহাম্মদ শাহজাহানসহ অনেক নেতাকর্মীকে আটক করে নিয়ে যায়। পুলিশ দাবি করেছে যে, তল্লাশীর সময় বিএনপি কার্যালয়ের ভিতর থেকে ৬টি ককটেল তারা উদ্ধার করেছে।[১৫] অন্যদিকে বিএনপি নেতারা দাবি করেছেন যে, পুলিশই সভাটি পণ্ড করার জন্য ককটেল বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং বিএনপি কার্যালয়ের ভেতরে নিজেরাই ককটেল বোমা এনে বিএনপি'র নেতা কর্মীদের আটক করেছে ।

২৬. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংস হবার পিছনে সরকার ও বিরোধীদল উভয়েরই হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড দায়ী। পারস্পারিক দোষারোপ থেকে সরে এসে সরকার ও বিরোধীদলকে অবশ্যই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অবিলম্বে সমঝোতায় আসতে হবে, কারণ তা না হলে এই সংঘাতময় পরিস্থিতি দেশকে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিবে।[১৬]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৭. ২০১৩ সালের মার্চ মাসে সাংবাদিকদের ওপর অনেকগুলি আক্রমণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ২১ জন সাংবাদিক আহত, ০৭ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ০৪ জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৮. গত ৬ মার্চ বিএনপি ঢাকার নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে ককটেল বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ সময় সমাবেশ লক্ষ্য করে ফকিরাপুল মোড় এবং নাইটিংগেলের মোড় থেকে পুলিশ সমর যান থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সভা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয় এবং একই সঙ্গে পুলিশের গুলি, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও লাঠিপেটায় দৈনিক ইত্তেফাকের ফটো সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম, নয়া দিগন্তের রিপোর্টার নূর হোসেন, বাংলানিউজ ২৪ এর ফটো সাংবাদিক বাদল, ইনডিপেন্ডেন্টের নাইম আহমেদ জুলহাস ও নিউ এজের আলী আহসান মিন্টু আহত হন।[১৭]

২৯. গত ১১ মার্চ রাতে আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার সম্পাদক নাইমুল ইসলাম খান তাঁর স্ত্রীসহ একটি অনুষ্ঠান থেকে বাসায় ফেরার পথে ঢাকার জাহাঙ্গীর গেটে তাঁদের গাড়ীতে বোমা ছুঁড়ে মারা হয়। এই ঘটনায় নাইমুল ইসলাম খান ও তাঁর স্ত্রী আহত হন।

[১৫] ইত্তেফাক ১২ মার্চ ২০১৩

[১৭] ইত্তেফাক ৭ মার্চ ২০১৩

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩০.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে বিএসএফ ০২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও বিএসএফ ০৪ জনকে নির্যাতন করে, ০১ জনকে গুলি করে ও ০১ জনকে ককটেল ছুঁড়ে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১৬ জন, যাদের মধ্যে ০৬ জনই ছিল শিশু। পরে এই শিশুদের ছেড়ে দেয়া হয়।

৩১.দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

৩২.*অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

গণপিটুনীর মাধ্যমে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৩.২০১৩ সালের মার্চ মাসে ১০ জন ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৪.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত: ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে ।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৩৫.মার্চ মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা গুলোতে শ্রমিকদের অসন্তোষের ঘটনায় ৭৫ জন শ্রমিক আহত হন। বেশির ভাগ বিক্ষোভের ঘটনাগুলো শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সংঘটিত হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৩৬.নারীর প্রতি সহিংসতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। *অধিকার* মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে ও সম্ভাব্য সহিংসতাকারীরা প্রকৃত সহিংসতাকারীতে পরিণত হচ্ছে।

যৌতুক সহিংসতা

৩৭.মার্চ মাসে ২৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৪জন বাল্যবিবাহের শিকার। এঁদের মধ্যে ১৫ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া যৌতুক এর কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ১৬ বছরের এক কিশোরী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময়ে বর পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের হামলায় কনের বাবাসহ ৩ জন আহত হয়েছেন। পরে কনের বাবা চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান।

৩৮.গত ২ মার্চ নাটোর সদর উপজেলার পশ্চিম মাধনগর গ্রামে যৌতুক হিসেবে তার পছন্দের মোটরসাইকেল না পেয়ে নীলুফা (২১) নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করে তার স্বামী রাকিব হোসেন। বিয়ের শর্ত মোতাবেক নীলুফার বাবা মেয়ের স্বামী রাকিব হোসেনকে একটি ফ্রিডম মোটরসাইকেল কিনে দেন। কিন্তু রাকিব হোসেন পালসার মোটরসাইকেল না পেয়ে স্ত্রী নীলুফাকে পিটিয়ে হত্যা করে।[১৮]

ধর্ষণ

৩৯. মার্চ মাসে মোট ৬৬ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৩ জন নারী, ৪১জন মেয়ে শিশু ও ০২ জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ২৩ জন নারীর মধ্যে ০২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৪১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ০৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

যৌন হয়রানী

৪০.মার্চ মাসে মোট ৪২ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ০৩ জন নারী। এছাড়া বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন ০২ জন, ১৬ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, ০২ জন অপহরণের শিকার হয়েছেন, ০২ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন ও ১৭ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ০১ জন পুরুষ নিহত ও ২৩ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

[১৮] নয়াদিগন্ত, ৫ মার্চ ২০১৩

৪১. গত ১২ মার্চ জয়পুরহাট সদর উপজেলার দেওনাহার গ্রামের তৃষ্ণা রাণী মন্ডল নামে একজন ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী দুবৃর্ত্তদের অত্যাচারের কারণে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। স্কুলে যাওয়ার পথে তৃষ্ণা রাণী মন্ডলকে পার্শ্ববর্তী জেলা নওগাঁর ধামুইরহাটের চন্দ্রকোলা গ্রামের সজল চন্দ্র প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো। তৃষ্ণা বিষয়টি তার বাড়িতে জানালে তার বাবা সজলের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সজল তার বন্ধু এরশাদ ও গোলজারকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে তৃষ্ণাকে অপহরণের চেষ্টা করে। এ ঘটনা এলাকায় জানাজানি হলে অপমানে তৃষ্ণা আত্মহত্যা করে।[১৯]

পরিসংখ্যান: ১-৩১ মার্চ, ২০১৩*					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৫	৭	৫	১৭
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১	০	১
	গুলিতে নিহত	২	৭২	৪৭	১২১
	পিটিয়ে হত্যা	২	১	০	৩
	মোট	৯	৮১	৫২	১৪২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১	২	৮
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭	৬	২৯
	বাংলাদেশী অপহৃত	৯	৩	১৬	২৮
নির্যাতন (জীবিত)		৪	৩	৩	১০
গুম		২	১	০	৩
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬	৬	১৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০
	আহত	২০	১৮	২১	৫৯
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩	৭	১২
	আক্রমণ	০	৭	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫	৪	১০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৭	৮৬	৭৫	১৭৮
	আহত	১৬৪৩	২৭৭২	৩০৫৫	৭৪৭০
এসিড সহিংসতা		৫	৩	১	৯
যৌতুক সহিংসতা		৩৫	৩৮	৩০	১০৩
ধর্ষণ		১০৮	৮৩	৬৬	২৫৭
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	২৮	৪২	১১৪
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০	৪	২৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮	১০	৩৫
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	৭	০	০	৭
	আহত	২৩৫	১৭৮	৭৫	৪৮৮

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

[১৯] ইত্তেফাক, ১৩ মার্চ ২০১৩

সুপারিশমালা

১. সরকারকে আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বর্তমানের চলমান রাজনৈতিক সংকটের দ্রুত সমাধান করতে হবে। এই সময় পুলিশ যাতে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডসহ দমনমূলক নীতি গ্রহণ না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং যে সব আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ইতিমধ্যেই সহিংসতা দমনের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই হত্যার দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে।

২. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার মেনে চলতে হবে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহুমেনে চলতে হবে।

৩. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যাঁরা তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু তাঁদের জানমালের সুরক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব দুর্বৃত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি করেছে ও উপসানালয় ভেঙ্গেছে তাদের অবিলম্বে সনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৪. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে ।

৫. বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৭. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।